Contents

মাসায়েলে
কুরবানী ও আক্বীক্বা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ–

‘অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে
ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর’ *(কাওছার ১০৮/২)*।

হে কুরবানী দাতা অনুধাবন করুন!

কুরবানীর নিয়ত করার সাথে সাথে স্মরণ করুন প্রায় সাড়ে চার হাযার বছর পূর্বে ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের অশ্রুতপূর্ব কুরবানীর কথা। স্মরণ করুন, আল্লাহ্র হুকুমে বৃদ্ধ বয়সের চোখের মণি একমাত্র সন্তান ইসমাঈলকে নিজ হাতে ছুরি চালিয়ে হত্যায় উদ্যত পিতা ইব্রাহীমের কথা। স্মরণ করুন, সেই অটুট আত্মনিবেদনের তাৎক্ষণিক পুরস্কার হিসাবে জীবন্ত ইসমাঈলকে ফিরে পাওয়ার আনন্দাপ্লুত পিতার অশ্রুসিক্ত চেহারার কথা। স্মরণ করুন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিজগতের সর্বাধিক প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করার অতুলনীয় স্মৃতির কথা।

ত্যাগ ও ভোগের মিলিত আনন্দ নিয়ে মুমিনের উপর বিধিবদ্ধ হয়েছে কুরবানীর ইলাহী বিধান। যা মুমিন হৃদয়ে সৃষ্টি করে শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়ার আপোষহীন উত্থান। ভোগের আনন্দ ক্ষণিক। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ স্থায়ী ও মহিমান্বিত। ভোগের আনন্দ দুনিয়াতেই সীমিত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যপ্ত। ইসলাম ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ও আল্লাহ্র জন্য ত্যাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ত্যাগ মানুষকে বিনয়ী, সহনশীল, সংযমী ও মানবিক হ’তে শিক্ষা দেয়। ঈদুল আযহার কুরবানী সেই মহান ত্যাগেরই এক অতুল্য উৎসব।

কুরবানীর মূল প্রেরণা হ’ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করা। বিত্তের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর ভালোবাসা সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র প্রতি নিজেকে নিরঙ্কুশভাবে সমর্পণ করে দেওয়া। কেননা বান্দা যখন আল্লাহ্র নিকটে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়, তখন আল্লাহ তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার ছিলেন এমনই এক আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ্র প্রতি ইব্রাহীমের নিখাদ আনুগত্য আমাদের আকুলিত করে। পিতার ছুরির নীচে কুরবানী হওয়ার জন্য পুত্র ইসমাঈলের আত্মসমর্পণ আমাদের হৃদয়কে ব্যাকুলিত করে। মুমিন হৃদয়কে শিহরিত করে। দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে মক্কার নির্জন প্রান্তরে আল্লাহ্র যিম্মায় রেখে বুকে পাষাণ বেঁধে যখন ইব্রাহীম ফিরে আসছেন, তখন উৎকণ্ঠিত হাজেরা পিছু পিছু এগুচ্ছেন আর

বলছেন, ওহে স্বামী! এ বিরান ভূমিতে আপনি আমাদের নিঃসঙ্গ ফেলে যাচ্ছেন কেন? নির্বাক ইব্রাহীমের অসহায় দৃষ্টি! জবাব না পেয়ে বিবি হাজেরা ঈমানী তেজে বলে ওঠেন, তাহ'লে কি আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন? ইব্রাহীম মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ। তখন নির্ভীক হাজেরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে উঠেন 'তাহ'লে আল্লাহ কখনোই আমাদের ধ্বংস করবেন না' *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*। আল্লাহ্র উপরে অকুণ্ঠ নির্ভরতার এরূপ কোন দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে আছে কি?

ইতিমধ্যে একে একে পার হয়ে গেল ১৩/১৪টি বছর। একমাত্র সন্তানের প্রতি স্নেহসিক্ত পিতার উপর নেমে এল এক কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ্র হুকুমে নিজ সন্তানকে নিজ হাতে কুরবানী করার ভয়ংকর আত্মত্যাগের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তরণ ছিল তাঁর জন্য আল্লাহপ্রেমের এক অনন্য নযীর। তিনি জানতেন না যে, আল্লাহ সন্তান কুরবানী চাননি, চেয়েছিলেন ইব্রাহীমের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে। আর সে কারণেই বেঁচে গেলেন ইসমাঈল। পুত্রের বদলে কুরবানী হ'ল দুম্বা। চালু হ'ল ত্যাগ ও ভোগের আনন্দপূত ঈদুল আযহার চিরস্থায়ী বিধান। আল্লাহ্র ভালোবাসার নিকট পুত্রের ভালোবাসা যে গৌণ, সেটাই প্রমাণ করেন ইব্রাহীম। এর চাইতে আল্লাহ প্রেমের বড় উদাহরণ পৃথিবীতে আর আছে কি? দুনিয়া নয়, আখেরাতই যে মুখ্য, সেটাই ছিল কুরবানীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

তৎকালীন পুঁতিগন্ধময় সমাজ ছিল শয়তানের আনুগত্যে পূর্ণ। শিরক আর অনৈতিকতায় ভেসে চলছিল সমাজ। এমনি সময় আল্লাহ্র প্রতি ইব্রাহীমের অকপট আনুগত্য ছিল এক বৈপ্লবিক ঈমানী জাগরণ। যে জাগরণের ঢেউয়ে তৎকালীন ইরাকী সমাজে সৃষ্টি হয় পরিবর্তনের নতুন চমক। নিভে যায় নমরূদের জ্বলন্ত হুতাশন।

সেদিনের ন্যায় আজকের বিশ্ব ফেলে আসা নমরূদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আজ সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তর। মূল্যবোধ আজ তিরোহিত। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মনুষ্যত্ব পরাভূত। তুচ্ছ দুনিয়ার লক্ষ্যে আখেরাত বিসর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র।

এই অধঃপাতিত সমাজকে টেনে তোলার জন্য চাই ইব্রাহীমী চেতনাদীপ্ত নেতৃত্ব ও ইসমাঈলী আনুগত্যশীল একদল অকুতোভয় কর্মী। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী ত্যাগের মহান আদর্শই পারে জাতির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। তাই কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানোর আগে নিজের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি চালানো আবশ্যক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভোগের বদলে ত্যাগের উত্থান হৌক! মানবতার স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত হৌক আমাদের সার্বিক জীবন। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইব্রাহীমী চেতনার প্রতিফলন ঘটুক, আল্লাহ্র নিকটে সেটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

(২) তিনি বলেন, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ– ‘আর আমরা তার (ইসমাঈলের) বিনিময়ে ফিদইয়া দিলাম একটি মহান কুরবানী’ *(ছাফফাত-মাক্কী ৩৭/১০৭)*।

(৩) তিনি আরও বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ– ‘অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর’ *(কাওছার-মাক্কী ১০৮/২)*।

কাফির-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর জন্য বিভিন্ন স্থান ও বেদীতে পূজা দেয় এবং সেসবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে থাকে। তার প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলমানকে আল্লাহ্র জন্য ‘ছালাত আদায়ের ও তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানী করার’ হুকুম দেওয়া হয়েছে। সেকারণ ঈদুল আযহার দিন প্রথমে ঈদের ছালাত আদায় করতে হয়। অতঃপর তাঁর নামে কুরবানী করতে হয়। অনেক মুফাসসির এভাবেই আয়াতটির তাফসীর করেছেন।[৩] সূরা ছাফফাত ও কাওছার দু’টিই মাক্কী সূরা। কিন্তু কুরবানীর উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়েছে ২য় হিজরীতে মদীনায়।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا– ‘যার সামর্থ্য আছে অথচ সে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়’।[৪]

(৫) এটি ইসলামের নিদর্শন সমূহের একটি ‘মহান নিদর্শন’।[৫] যা ‘সুন্নাতে ইব্রাহীমী’ হিসাবে প্রচলিত।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি বছর কুরবানী করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন। অতঃপর অবিরত ধারায় মুসলিম উম্মাহ্র সামর্থ্যবানদের মধ্যে এটি প্রচলিত আছে।

---

৩. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, আযমগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারত (১৩২২-১৪১৪ হি./১৯০৪-১৯৯৪ খৃ.) মির‘আতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ (লাক্ষ্ণৌ ছাপা : ১৯৫৮ খৃ.) ২/৩৪৯ পৃ.; ঐ, (বেনারস ছাপা : ১৯৯৫ খৃ.) ৫/৭১ পৃ.।

৪. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩ প্রভৃতি; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪৯০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৫. شِعَارٌ عَظِيْمٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلاَمِ মির‘আত ‘কুরবানী’ অনুচ্ছেদের আলোচনা ৫/৭৩ পৃ.।

৬. আহমাদ হা/১৯৩০২;ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬; মির‘আত হা/১৪৯০, ৫/১১০, হাদীছ যঈফ, রাবী যায়েদ বিন আরক্বাম (রাঃ)।

৩. উদ্দেশ্য :

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা। যাতে মানুষ এটা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কারণেই শক্তিশালী পশুগুলি তাদের মত দুর্বলদের অনুগত হয়েছে এবং তাদের গোশত ও অস্থি-মজ্জা ইত্যাদির মধ্যে তাদের জন্য উত্তম রূযী নির্ধারিত রয়েছে। জাহেলী আরবরা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অসীলা হিসাবে তাদের মূর্তির নামে কুরবানী করত। অতঃপর তার গোশতের কিছু অংশ মূর্তিগুলির মাথায় রাখত ও তার উপরে কিছু রক্ত ছিটিয়ে দিত। কেউবা উক্ত রক্ত কা'বাগৃহের দেওয়ালে লেপন করত। মুসলমানদের কেউ কেউ অনুরূপ করার চিন্তা করলে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।[৭] আল্লাহ বলেন, لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، 'কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবল তোমাদের 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি' *(হজ্জ-মাদানী ২২/৩৭)*।

৪. হুকুম :

কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না *(মির'আত ৫/৭১-৭৩)*। যাকাত ফরয হয় এরূপ সম্পদ থাকলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব, একথা ঠিক নয়। বরং সামর্থ্য থাকলে তিনি কুরবানী করবেন, নইলে নয় *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩)*।

৫. তাৎপর্য :

(১) মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ্র রাহে জীবন উৎসর্গ করার জাযবা সৃষ্টি করা (২) ইব্রাহীমের ত্যাগপূত আদর্শের পুণ্য স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা (৩) উত্তম খানা-পিনার মাধ্যমে ঈমানদার সমাজে আনন্দধারা বইয়ে দেওয়া (৪) ভোগের বিপরীতে ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ্র অনুগ্রহ কামনা করা (৫) শিরকের বিরুদ্ধে তাওহীদের বড়ত্ব ঘোষণা করা।

---

৭. কুরতুবী; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হজ্জ ৩৭ আয়াত।

৬. ফাযায়েল :

কুরবানীর ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়না। কেননা উক্ত মর্মে বর্ণিত পশুর রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পূর্বেই সকল গুনাহ মাফ হওয়া, ক্বিয়ামতের দিন পশুর শিং, ক্ষুর ও লোমসহ উপস্থিত হওয়া এবং কুরবানীর পশুর প্রতি লোমে নেকী হাছিল হওয়া মর্মের হাদীছসমূহের সনদ যঈফ।[৮] তবে ইব্রাহীমী ও মুহাম্মাদী সুন্নাত অনুসরণের জন্য নিঃসন্দেহে এটি অতীব নেকীর কাজ। তাছাড়া যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকে অধিকহারে নেক আমল করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।

(ক) যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের সৎকর্মের চাইতে প্রিয়তর কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র নিকটে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও কি নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে)'।[৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকে মাঝে-মধ্যে ছিয়াম রাখতেন *(মির'আত ৭/৫২)*।

(খ) আরাফার দিনের ছিয়াম :

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ-

৮. তিরমিযী হা/১৪৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৮, আলবানী, মিশকাত, 'উযহিয়া' অধ্যায় হা/১৪৭০ ও ১৪৭৬-এর টীকা দ্রষ্টব্য।
৯. বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০ 'ছালাত' অধ্যায় 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ।

হে ইব্রাহীম! *(১০৪)* 'নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি' *(১০৫)*। 'নিশ্চয়ই এটি ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা' *(১০৬)*। 'আর আমরা তার (ইসমাঈলের) বিনিময়ে ফিদইয়া দিলাম একটি মহান কুরবানী' *(১০৭)*। 'এবং আমরা এটিকে পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম' *(ছাফফাত-মাক্কী ৩৭/১০২-০৮)*। 'এটিকে' অর্থ ইব্রাহীমের প্রশংসাকে *(কুরতুবী)*।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাঈল বিবি হাজেরার গর্ভে এবং ৯৯ বছর বয়সে ইসহাক বিবি সারাহ্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] ইব্রাহীম (আঃ) সর্বমোট ২০০ বছর বেঁচে ছিলেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/১৭৪)*। আর 'যবীহুল্লাহ' ছিলেন ইসমাঈল; ইসহাক নন।[১৫]

ঘটনা : ফার্রা বলেন, যবহের সময় ইসমাঈলের বয়স ছিল **১৩** বছর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ সময় তিনি কেবল সাবালকত্বে উপনীত হয়েছিলেন।[১৬] এমন সময় পিতা ইব্রাহীম স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তার একমাত্র সন্তান ইসমাঈলকে কুরবানী করছেন। নবীদের স্বপ্ন 'অহি' হয়ে থাকে। তাদের চর্মচক্ষু মুদিত থাকলেও অন্তরচক্ষু খোলা থাকে। ইব্রাহীম (আঃ) একই স্বপ্ন পরপর তিনরাত্রি দেখেন। প্রথম রাতে তিনি স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে ভাবতে থাকেন, কি করবেন। এজন্য প্রথম রাতকে (৮ই যিলহজ্জ) 'ইয়াউমুত তারবিয়াহ' (يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) বা 'স্বপ্ন দেখানোর দিন' বলা হয়। এদিন হজ্জের ইহরাম বেঁধে আরাফা ময়দানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'তে হয়। দ্বিতীয় রাতে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি নিশ্চিত হন যে, এটি আল্লাহ্র নির্দেশ। এজন্য এ দিনটি (৯ই যিলহজ্জ) 'ইয়াউমু আরাফাহ' (يَوْمُ عَرَفَةَ) বা 'নিশ্চিত হওয়ার দিন' বলা হয়। আর এটি হ'ল হজ্জের দিন। তৃতীয় দিনে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখায় তিনি ছেলেকে কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য এ দিনটিকে (১০ই যিলহজ্জ) 'ইয়াউমুন নাহর' (يَوْمُ النَّحْرِ) বা 'কুরবানীর দিন' বলা হয়।[১৭]

---

১৪. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০০-১১৩ আয়াত; কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২/১৩২ আয়াত।
১৫. ইবনু কাছীর; এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী ১/১৬৬-৬৮ পৃ.।
১৬. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০২ আয়াত, ১৫/৯৯ পৃ.।
১৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০২ আয়াত, ১৫/১০২ পৃ.।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ইব্রাহীম তার পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানীর জন্য নিয়ে যান, তখন শয়তান তাকে তিন স্থানে বাধা দেয়। ফলে তিনি শয়তানকে তিন স্থানে তিনবার সাতটি করে কংকর ছুঁড়ে মারেন। অতঃপর যখন তিনি ছেলেকে কুরবানীর জন্য মাটিতে উপুড় করে ফেলেন। তখন পিছন থেকে আওয়ায আসে (يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا) 'হে ইব্রাহীম! তুমি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ' *(ছাফফাত-মাক্কী ৩৭/১০৪)*। ইব্রাহীম তাকিয়ে দেখেন একটি শিংওয়ালা সাদা দুম্বা দাঁড়িয়ে আছে।[১৮]

উক্ত সুন্নাত অনুসরণে উম্মতে মুহাম্মাদীও হজ্জের সময় তিন জামরায় তিনবার শয়তানের বিরুদ্ধে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করে এবং প্রতিবারে আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করে 'আল্লাহু আকবার' বলে থাকে।[১৯]

নিঃসন্দেহে এখানে মূল উদ্দেশ্য যবহ ছিলনা, বরং উদ্দেশ্য ছিল পিতা ইব্রাহীমের তাক্বওয়া ও আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়া। সে পরীক্ষায় পিতা-পুত্র উভয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

---

১৮. (فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنَ) আহমাদ হা/২৭০৭, তাহকীক : আহমাদ শাকির ১/২৯৭ পৃ., সনদ ছহীহ, আরনাঊত্ব-ছহীহ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০৪-০৫ আয়াত, ৭/২৮ পৃ.।

১৯. বুখারী হা/১৭৫০; মুসলিম হা/১২৯৬; মিশকাত হা/২৬২১; মুওয়াত্ত্বা হা/১৫২৮; মিশকাত হা/২৬২৬ 'মানাসিক' অধ্যায়, 'কংকর নিক্ষেপ' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।